



ময়েদের ঋতুস্রাব বা মনেস্ট্রুয়েশন

ঋতুস্রাব অশুচি! ঠাকুরের জন্মের রান্না এবং পূজো করে কুসংস্কারকে হলোয় ওড়ালনে মা সারদা---

মনেস্ট্রুয়েশন বা ঋতুস্রাব ময়েদের এক স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। কিন্তু আজও ঋতুস্রাব নিয়ে রয়েছে হাজারও কুসংস্কার। সরকারি সমীক্ষাই বলছে, ভারতের ৭০ শতাংশ মায়েরা নিজের ময়েকে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত বিষয়ে নীরব থাকতাই বলে থাকেন। দেশের ৪৫ শতাংশ ময়ের কাছে ঋতুস্রাব আজও অস্বাভাবিক। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সবজায়গাতেই ঋতুকালীন সুরক্ষার বিষয় আজও বহুলাংশে অবহেলিত। একবিশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও ঋতুস্রাব নিয়ে ময়েদের মনে চলতে হয় বহু নিয়ম। অনেকেই ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে ঘরঘর বাইরে বেরোন না কিংবা পূজো করেন না। এমনকি রয়েছে ছোয়াছুয়ির বধিনিষেধ। কিন্তু সেই সময়ে দাঁড়িয়েও উল্টো পথে হটেছিলেন মা সারদা। একজন সমাজ সংস্কারকের দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। কী করছিলেন তিনি?

মায়ের স্মৃতি কথা থেকে জানা যায় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের পটেরে সমস্যা ছিল। ঝালঝেলে অম্বলে জাত রান্না খেতে পারতেন না। হালকা খাবার না খেলেই তাঁর পটেরে রোগ দেখা দিত। মা সারদা শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে ইচ্ছামত শুকতো, হালকা ঝোল রন্ধে দিতেন। কিন্তু প্রথম প্রথম ময়েদের অশুচি তনিনি মা সারদা

রাঁধতনে না । এই সময় মন্দিরি থেকে প্রসাদ আসত আর ঠাকুর সেই খাবার খেতেন । আর সেই খাবার খেলেই ঠাকুরেরে অসুখ শুরু । একদিন ঠাকুর মা সারদাকে বললেন, দেখে, তুমি ও-কদিন রাঁধলে না আর আমার কিশরীর খারাপ হল । মা বললেন, ময়েদেরে অশুচি তনিদনি রাঁধতে নেই ।

ঠাকুর এই কথা শুনতে বললেন, মনই শুচি অশুচি, শরীরে শুচি অশুচি হয় না । তুমি আমাকে খাবার বানিয়ে দাও । দোষ হবে না । এই কথা শোনার পর সারদাদেবীই রোজ রান্না করে দতিনে । কোনও কুসংস্কার মানতনে না । এমনকি ওই সময়ে পূজাদি সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তনি সারদা দেবীকে বলছেলিনে, যদি পূজা না করলে মনের কষ্ট হয় তবে করবে, নতুবা নয় । এরপর থেকে ওই সময়ে পূজাও করতনে শ্রী মা সারদাদেবী ।

এভাবেই মন এবং সমাজের সংস্কার ভেঙেছেলিনে মা সারদা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দকিরে সময় এসব ছলি ধারণার বাইরে ।

